শামের মুসলিমদের রক্তপাতের জন্যে দায়ী কে?

শামের ময়দান থেকে ঘটনার চাক্ষুস বর্ণনা দিচ্ছেন
শাইখ আবদুল্লাহ আল মুহায়সিনী (পর্ব-১)

মূল ভিডিওর লিঙ্ক... http://bit.ly/1nJoni9

==========

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সমস্ত প্রশংশা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার জন্যে। প্রশংশা সেই সত্তার যিনি সব কিছুর নিয়ন্ত্রষ্কারী, যার ইচ্ছায় জিহাদ আমাদের উপর ফরয। .....।

সিরিয়ার ভূমিতে আমি একদম শুরুতেই পা রেখেছিলাম, এবং বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা নিয়ে অনেক বিবৃত দিয়েছি। আমি বিভিন্ন মধ্যস্ততায় অংশ নিয়েছি এবং বিভিন্ন মতামত ব্যাক্ত করেছি, আলহামদুলিল্লাহ্* এর কিছু ক্ষেত্রে রক্তপাত ও জুলুম বন্ধে সফল হয়েছি, অন্যদের মত আমিও বিশ্বাস করি যে, অর্জিত সব কিছুই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পুরস্কার। এই সকল ঘটনাগুলোতে পরিস্কারভাবেই আমার একটি নির্দিষ্ট মূলনীতি ছিল, যদি আমার অবস্থান সঠিক হয় তবে তার নির্দেশনা আল্লাহর পক্ষ থকেই এসেছে আর আমার ভূলগুলো আমার সীমাবদ্ধতা আর শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। আমি ইতোপূর্বেই পরিস্কার ভাবেই জানিয়েছি যে, ঐ সকল সংঘর্ষগুলোতে আমি নির্দিষ্ট কোন দলের পক্ষালম্বন করিনি, আর এতে

আমার কোন লাভও ছিলনা। আমি আমার সকল দুনিয়াবি আকাংখা বিক্রি করে দিয়েছি এবং পরকালের অন্বেষণ করেছি, আল্লাহ আমাদেরকে সফলতা দান করুন। আমি যদি যশ খ্যাতির অন্বেষণ করতাম তাহলে এটি আমার জন্য খুব কঠিন ছিলনা। যদি আমি অন্যান্যদের সাথে ভাল সম্পর্ক তৈরি করতে চাইতাম তাহলে এটি অর্জন করা আমার জন্য সহজ ছিল, এবং এর জন্য আমাকে আমার পিতামাতা, স্ত্রী, পুত্র পরিত্যাগ করার প্রয়োজন ছিলনা, আর আমার সামাজিক মর্যাদা বেশ উঁচুই ছিল, এবং সুখে সাচ্ছন্দেই ছিলাম। এই দুনিয়াবি জীবন আমাকে অনেক সম্পদ অর্জনের সুযোগ দিয়েছিল। আল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আমাদেরকে এই দুনিয়াবি জীবন থেকে হেফাজত করেছেন।

প্রিয় ভায়েরা, বিশেষত সারা দুনিয়ায় ছরিয়ে ছিটিয়ে থাকা মুজাহিদ ভাইয়েরা, আমি এই অবস্থান নিয়েছি এটি উপলব্ধি করে যে, আমার কৃত কর্মের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আমাকে পাকড়াও করবেন এবং তার কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন, “ তাদের কৃতকর্ম সংরক্ষণ করা হবে এবং এ ব্যাপারে তারা জিজ্ঞাসিত হবে”। আমি কেবল মহান আল্লাহ তাআলার কাছেই পুরস্কার প্রত্যাশা করি। এটি ছিল আমার জীবনের এক কঠিনতম পরিস্থিতি, যার মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমি তা শুরু করার পূর্বে কেবল আল্লাহ তাআলার জন্য আপনাদেরকে বলতে চাই, আমি যা বলি তা শুনুন, এবং কেবল মাত্র আল্লাহ তাআলার ভয় ছাড়া আপনাদের অন্তরে যা আছে তা দূর করে দিন, এবং কেবল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে অনুসরণের মানসিকতা রাখুন। কে কথা বলছেন সে দিকে না দৃষ্টি দিয়ে বরং তিনি কি বলছেন সে দিকে দৃষ্টিপাত করুন। আমরা একটি বৃহৎ সমস্যার মধ্যে আছি; বিষয়টি হল একটি জিহাদের ময়দান যেখানে অসংখ্য মু’মিন তাদের জীবন কুরবানি করে। তো আমরা বলছিলাম যে, আমাদের জীবনকে শুধু মাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উৎসর্গ করছি । পার্থিব জীবনের সকল আরাম আয়েশ চিরতরে পরিত্যাগ করেছি,আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে চাই,বেচে থাকার একমাত্র উপায় হলো

আল্লাহর কিতাব এবং রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ দৃঢ় ভাবে আকড়ে ধরা।

প্রিয় মুজাহিদীন ভাইয়েরা যখন সিরিয়াতে জিহাদ শুরু হলো তখন সবাই এটিকে জিহাদের বাজার হিসাবে দেখল এবং তারা খুবই আনন্দিত হলো এই ভেবে যে তারা তাদের জীবনকে এবার আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিক্রি করতে পারবে। তারা এটিকে পৃথিবীর বুকে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রক্রিয়া মনে করল। আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো এবং অন্যদের মত আমিও সেই ভুমিতে পৌছিয়েছিলাম। আমি আল্লাহর নামে নিজে নিজে শপথ নিলাম যে, কোন প্রত্যাশা বা পূর্ব পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে কোন জামাহকে কে মূল্যায়ণ করবনা। আমি প্রকৃত ঘটনাগুলো অন্যান্যদের করা পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং তা অনুসরণের পরিবর্তে নিজেই তা সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে দেখার ব্যাপারে মনস্থির করলাম। যারা তাওহীদের পতাকাকে বুলন্দ করার জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন আমি তাদের প্রত্যেককে রক্ষা করার জন্য তাদের পাশে দ্বাড়ানোর দৃঢ় স্বীদ্ধান্ত নিলাম। অতপর **আমি দাওলাহ, জাবহাত এবং আহরারের ভাইদের নিকট ভ্রমন করলাম, আমি তাদের নিজ নিজ অবস্থানে অবস্থান করলাম এবং তাদের ভিতর বিতর্কের বীজ ও সংঘাতের লক্ষণ লক্ষ্য করলাম।** আমি এর সমাধানের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার পবিত্র কোরআনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেনঃ “তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে সোপর্দ কর”-সুরাশূরা: ১০] তারপর **প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে আমি একটি ইসলামিক কোর্ট তৈরী করলাম যা প্রথমদিকে দাওলাহর নেতারা মেনে নিয়েছিলেন।** বিভিন্ন জামাহর মধ্যে মধ্যস্ততায় আমি বেশ ভাল সংবাদ পেতে থাকলাম। বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা সতর্কতা অবলম্বন করলাম, এবং আমি পরামর্শ দিলাম যে, বিচারকগণ শুধু কেবল সেই সকল গ্রুপ থেকে আসবে যারা আদর্শিকভাবে পরিশুদ্ধ, কারণ আমরা তাদেরকে বিচারক হিসাবে নিয়োগ দিতে পারিনা যারা আদর্শিকভাবে পরিশুদ্ধ নয়। **ইসলামিক কোর্ট অনেক ধাপ অতিক্রম করার পর যখন বিভিন্ন গ্রুপ মধ্যস্ততার ফল সরুপ বিভিন্ন জামাহর মধ্যে**

একটি চুক্তিতে উপনিত হতে যাচ্ছিল, তখন আমি প্রচন্ড আঘাত পেলাম, যখন শুনলাম দাওলাহ 'প্রাথমিক ইসলামিক কোর্ট' অস্বীকার করেছে। আমি যখন তাদের জিজ্ঞাসা করলাম এই প্রত্যাখ্যানের পিছনে কারণ কি? তারা বললঃ কারণ কিছু জামাহর কিছু দিক। আমি উত্তর করলামঃ কেন আমরা বিভিন্ন জামাহ থেকে বিচারক নিয়োগ করবনা যারা তাদের বিশুদ্ধ মতাদর্শের জন্য পরিচিত এবং যাদের সম্মুখ জিহাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে। যেমনঃ শুকুর-উল-ইজ, আল কাতিবিত-উল-খাদরা, শাম-উল-ইসলাম ইত্যাদি। বরাবরের মত তারা এতেও আপত্তি জানাল। আমি বললামঃ কেন আমরা নিরপেক্ষ বিচারক নিয়োগ করবনা? আমি অতঃপর কিছু ব্যাক্তির নাম প্রস্তাব করলাম যারা তাদের ন্যায়বিচার ও বিনয়ের ব্যাপারে পরিচিত। **আমার প্রস্তাবিত বিচারকগণ ছিলেন সিরিয়া অথবা নিরপেক্ষ এলাকা খোরাসান থেকে, কিন্তু বরাবরের মতই দাওলাহ সেই সকল শায়েখদের ব্যাপারে আপত্তি জানায়।**(চলবে)

শামের মুসলিমদের রক্তপাতের জন্যে দায়ী কে? -- শামের ময়দান থেকে ঘটনার চাক্ষুস বর্ণনা দিচ্ছেন শাইখ আবদুল্লাহ আল মুহায়সিনি (পর্ব-২)

...আমার প্রস্তাবিত বিচারকগণ ছিলেন সিরিয়া অথবা নিরপেক্ষ এলাকা খোরাসান থেকে, কিন্তু বরাবরের মতই দাওলাহ সেই সকল শায়েখদের ব্যাপারে আপত্তি জানায়।

এরপর আমি দাওলাহর দায়িত্বশীলদের জরুরী ভিত্তিতে এমন কোন উদ্যোগ নেবার জন্য অনুরোধ করলাম যার মাধ্যমে আমাদের ভাইদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যাগুলো আমরা ইসলামি শরীয়াহ অনুসারে সমাধান করতে পারি এবং যাতে মানুষেরা তাদের উপর ও তাদের ভাইদের উপর কতৃত্বশীলদের আনুগত্য করতে পারে। আমদের জরুরিভিত্তিতে একটি শরিয়াহ কোর্টের প্রয়োজন হয়ে পড়ে যা মুজাহিদ্গণের মধ্যে মিমাংশা করে দেবে এবং যার বিচারকগণ ফিতনার সাথে

জরিয়ে পড়া কোন দলের হবেননা। আমি দাওলাহর ভাইদেরকে বললাম, অন্যান্য জিহাদি জামাহর ভাইয়েরা আমাকে জানালেনঃ কিভাবে আমরা দাওলাহর সাথে সংঘাতের সমস্যা নিয়ে দাওলাহর কোর্টে শরনাপন্ন হতে পারি? কেন তারা আমাদের এই কোর্টে আসবেনা? আমরা জানি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন, **" যখন মুমিনদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তাদের মধ্যে বিচার ফায়সালা করার জন্য, মুমিনদের বৈশিষ্টতো এই যে, তারা বলবে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম"।** কেন আমাদের ভাইয়েরা বলছেনা, " আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম?" শেষ পর্যন্ত এই উদ্যোগও প্রত্যাখ্যাত হল। পারস্পারিক মিমাংশার নথি এখানেই বন্ধ হয়ে গেল। আল্লাহ তালার নিকট নতুন কোন উপায় বের করে দেয়ার জন্য দোয়া করলাম, যার মাধ্যমে সকল লোকেরা ইসলামিক শরীয়াহ প্রতিষ্টার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়, যা কিনা আমদের সকল প্রচেষ্টার মূল কেন্দ্রবিন্দু।

স্টেটের এহেন কর্মকান্ডে আমি চুপ থাকার কারণে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে কত বার যে অভিযুক্ত হয়েছি তা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। এরপরও আমি ধৈর্য ধারণ করেছি এই আশায় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা হয়তো দাওলাহর ভাইদের শরিয়াহ কোর্ট মেনে নেবার ব্যাপারে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। দুঃখজনক ঘটনাগুলো ধারাবাহিক ভাবে ঘটে চলল। **প্রতিটি মুহুর্তে আমি দাওলাহর ভাইদের শরিয়াহ কোর্ট মেনে নেবার জন্য উপর্যুপরি আহবান করে আসছিলাম কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করছিল। মাসকানার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন আমাদের ভাই মুহাম্মাদ ফারিস খুন হল, যেখানে ইসলামি শরিয়াহ আইন অনুসারে আমি সংঘাত নিরসনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আহরারের ভাইদের থেকে প্রস্তাব দেয়া হয় যাতে আমি বিচারকের দায়িত্ব নিই যদিও তা দাওলাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। ইতোমধ্যে দাওলাহর এক ভাই মারা গেল; তারপর দাওলাহ আমাকে জাজ হিসাবে মেনে নিল। আমি ভাবলাম, তারা কেবল তখনই আমাকে জাজ হিসাবে মেনে নিল যখন নিক্তির পাল্লা তাদের দিকে ঝুকে পরল।** কেন তারা তখন আমাকে বিচারক হিসাবে মেনে নিলনা যখন ফিতনাগুলো তাদের গ্রুপগুলো দ্বারা সংঘটিত হচ্ছিল? এরপরও আমি আশায় থাকলাম আল্লাহ সুবহানাহু

ওয়াতায়ালা হয়তো ফিতনা বন্ধের নতুন কোন রাস্তা বের করে দিবেন।

দূর্ভাগ্যজনক ঘটনাগুলো ঘটতেই থাকল, বিভিন্ন বাহিনী থেকে সৈন্যরা রাগান্বিত হতে থাকল এবং তীব্র ক্ষোভ থেকে বললঃ কেন স্টেটের সদস্যরা যখন কোন ভুল করে তখন কেন তারা শরিয়াহ মেনে নেয়না? বৃহস্পতিবার দিন, আল আতারিবে যখন প্রথম বুলেটটি ছোড়া হয়, আমি ছিলাম তার প্রত্যক্ষদর্শি। আল আতারিবে প্রবেশের পর দেখলাম কিছু লোক আমাদের দেখে চিৎকার করছিল এই ভেবে যে আমরা দাওলার সদস্য। আমি রক্তপাত বন্ধেরা আশায় তাদের মধ্যে প্রবেশ করলাম, তারা বললঃ দাওলাহর লোকজন এখানে আমাদের কিছু সদস্যকে গ্রেফতার করার জন্য প্রবেশ করেছে। **আমরা দাওলার লোকদের ফিরিয়ে দিলাম এই বলে যে, কোন শরিয়াহ কোর্ট ছাড়া এটি হতে দেওয়া যাবেনা, সুতরাং তারা সেদিন সেই অবস্থায় ফিরে গেল। আর একদিন শোনা গেল সেই সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে এবং হত্যাকারি খাত্তাব আল লিবি।** আমি আতারিবের লোকদের শান্ত করলাম এই বলে যে, অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না আমি দাওলাহর সাথে মধ্যস্ততা করার ব্যবস্থা করি। তারা (আতারিবের লোকেরা) আমাকে বলল, " কিভাবে আপনি দাওলাহর সাথে মধ্যস্থতা করবেন যখন তারা আপনার প্রত্যেকটি উদ্দোগকে প্রত্যাখ্যান করছে, এমনকি তারা একটি নিরপেক্ষ কোর্টের প্রস্তাবকেও প্রত্যাখ্যান করেছে। " অতঃপর আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ফিরে আসলাম, এর বেশি কিছু আমি আপনাদের আর বলতে পারবনা, এটি আমি আমার রবকেই বলব কেবল তার কাছেই আমি সাহায্য চাই।

এরপর আতারিবে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল; দাওলাহ পিছু হটল। আতারিবের নিকটে একটি ক্যাম্প ছিল যা রেজিমেন্ট ৪৬ নামে নামকরণ করা হয়েছিল। যেই রেজিমেন্টের অনেকেই এর আগে শহিদ (ইনশাল্লাহ) হবার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। রেজিমেন্টটিতে জাহবাতুন নুসরাহ এবং সিরিয়ার বিভিন্ন গ্রুপের ভাইয়েরা ছিলেন। **দাওলাহ সেই রেজিমেন্টে হামলা করে, এতে জাহবাতের দশ জন ভাই সহ অন্যান্য জামাহর আরো অনেকে শহীদ (ইনশাল্লাহ) হন। দাওলাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের**

ক্ষেত্র বিস্তৃত হতে থাকে, এবং এটি ছড়িয়ে পরে জাওজাহ পার্বত্য এলাকা, রাক্কাহ এবং হামাতে। যেহেতু রেজিমেন্ট ৪৬ এ বিভিন্ন জামাহ থেকে লোক মারা যায়, এবং সেখানে দাওলাহর এই ব্যবহারের কারণে যেই সকল গ্রুপ রেজিমেন্ট ৪৬ এ ছিল তারাও দাওলাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হল এবং যুদ্ধের ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত হতে থাকল।

দাওলাহ আতারিবে নতুন সৈনদল পাঠাতে চাইল, কিন্তু তাদেরকে আতারিবে পৌঁছার জন্য ‘ নূর উদ্দিন জিঙ্কি’ এর ভাইদের অতিক্রম করে আসার দরকার ছিল। কিন্তু ‘ নূর উদ্দিন জিঙ্কি’ এর ভাইয়েরা দাওলাহকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করল যে, “ আমরা তোমাদের এর উপর দিয়ে যেতে দিতে পারিনা, যেমনটি আমরা যেতে দিতে পারিনা ফ্রি সিরিয়ান আর্মিকে কেননা আমরা মুসলিমদের পারস্পারিক রক্ত পাতের বিরুদ্ধে। **দাওলাহ জোর পূর্বক তাদের সৈন্যদল পার করতে চাইল, কিন্তু জিঙ্কি তা আবার বাধা হয়ে দাঁড়াল। অতপর পশ্চিম আলেপ্পোতে জিঙ্কির সাথে দাওলাহর সংঘর্ষ শুরু হল, যদিও জিঙ্কির সাথে দাওলাহর ইতোপূর্বে ভালো সম্পর্ক ছিল, এবং বাশার রিজিমের বিরুদ্ধে ‘জিঙ্কির’ ভাইদের খুবই সাহসী ভুমিকা পালন করে আসছিল।** আর এভাবেই যখন বিভিন্ন জামাহ দাওলাহর দ্বারা নির্যাতিত হয়ে আসছিল, তারা তখন এই দূর্ব্যাবহারের জবাব দূর্ব্যাবহারের মাধ্যমেই দেয়া শুরু করল। আর এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ চিটার এবং চোরেরা গ্রহন করল, আর ক্ষমতাসীন রিজিম এদেরকে পৃষ্টপোষকতা দিতে থাকল। (চলবে)

শামের মুসলিমদের রক্তপাতের জন্যে দায়ী কে? -- শামের ময়দান থেকে ঘটনার চাক্ষুস বর্ণনা দিচ্ছেন শাইখ আবদুল্লাহ আল মুহায়সিনি (পর্ব-২)

...আমার প্রস্তাবিত বিচারকগণ ছিলেন সিরিয়া অথবা নিরপেক্ষ এলাকা খোরাসান থেকে, কিন্তু বরাবরের মতই দাওলাহ সেই সকল শায়েখদের ব্যাপারে আপত্তি জানায়।

এরপর আমি দাওলাহর দায়িত্বশীলদের জরুরী ভিত্তিতে এমন কোন উদ্যোগ নেবার জন্য অনুরোধ করলাম যার মাধ্যমে আমাদের ভাইদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যাগুলো আমরা ইসলামি শরীয়াহ অনুসারে সমাধান করতে পারি এবং যাতে মানুষেরা

তাদের উপর ও তাদের ভাইদের উপর কতৃত্বশীলদের আনুগত্য করতে পারে। আমদের জরুরিভিত্তিতে একটি শরিয়াহ কোর্টের প্রয়োজন হয়ে পড়ে যা মুজাহিদ্গণের মধ্যে মিমাংশা করে দেবে এবং যার বিচারকগণ ফিতনার সাথে জরিয়ে পড়া কোন দলের হবেননা। আমি দাওলাহর ভাইদেরকে বললাম, অন্যান্য জিহাদি জামাহর ভাইয়েরা আমাকে জানালেনঃ কিভাবে আমরা দাওলাহর সাথে সংঘাতের সমস্যা নিয়ে দাওলাহর কোর্টে শরনাপন্ন হতে পারি? কেন তারা আমাদের এই কোর্টে আসবেনা? আমরা জানি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন, **" যখন মুমিনদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তাদের মধ্যে বিচার ফায়সালা করার জন্য, মুমিনদের বৈশিষ্টতো এই যে, তারা বলবে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম"।** কেন আমাদের ভাইয়েরা বলছেনা, " আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম?" শেষ পর্যন্ত এই উদ্যোগও প্রত্যাখ্যাত হল। পারস্পারিক মিমাংশার নথি এখানেই বন্ধ হয়ে গেল। আল্লাহ তালার নিকট নতুন কোন উপায় বের করে দেয়ার জন্য দোয়া করলাম, যার মাধ্যমে সকল লোকেরা ইসলামিক শরীয়াহ প্রতিষ্টার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়, যা কিনা আমদের সকল প্রচেষ্টার মূল কেন্দ্রবিন্দু।

স্টেটের এহেন কর্মকান্ডে আমি চুপ থাকার কারণে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে কত বার যে অভিযুক্ত হয়েছি তা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। এরপরও আমি ধৈর্য ধারণ করেছি এই আশায় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা হয়তো দাওলাহর ভাইদের শরিয়াহ কোর্ট মেনে নেবার ব্যাপারে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। দুঃখজনক ঘটনাগুলো ধারাবাহিক ভাবে ঘটে চলল। **প্রতিটি মুহুর্তে আমি দাওলাহর ভাইদের শরিয়াহ কোর্ট মেনে নেবার জন্য উপর্যুপরি আহবান করে আসছিলাম কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করছিল। মাসকানার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন আমাদের ভাই মুহাম্মাদ ফারিস খুন হল, যেখানে ইসলামি শরিয়াহ আইন অনুসারে আমি সংঘাত নিরসনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আহরারের ভাইদের থেকে প্রস্তাব দেয়া হয় যাতে আমি বিচারকের দায়িত্ব নিই যদিও তা দাওলাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। ইতোমধ্যে দাওলাহর এক ভাই মারা গেল; তারপর দাওলাহ আমাকে জাজ হিসাবে মেনে নিল। আমি ভাবলাম, তারা কেবল তখনই আমাকে**

জাজ হিসাবে মেনে নিল যখন নিক্তির পাল্লা তাদের দিকে ঝুকে পরল। কেন তারা তখন আমাকে বিচারক হিসাবে মেনে নিলনা যখন ফিতনাগুলো তাদের গ্রুপগুলো দ্বারা সংঘটিত হচ্ছিল? এরপরও আমি আশায় থাকলাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা হয়তো ফিতনা বন্ধের নতুন কোন রাস্তা বের করে দিবেন।

দূর্ভাগ্যজনক ঘটনাগুলো ঘটতেই থাকল, বিভিন্ন বাহিনী থেকে সৈন্যরা রাগান্বিত হতে থাকল এবং তীব্র ক্ষোভ থেকে বললঃ কেন স্টেটের সদস্যরা যখন কোন ভুল করে তখন কেন তারা শরিয়াহ মেনে নেয়না? বৃহস্পতিবার দিন, আল আতারিবে যখন প্রথম বুলেটটি ছোড়া হয়, আমি ছিলাম তার প্রত্যক্ষদর্শি। আল আতারিবে প্রবেশের পর দেখলাম কিছু লোক আমাদের দেখে চিৎকার করছিল এই ভেবে যে আমরা দাওলার সদস্য। আমি রক্তপাত বন্ধেরা আশায় তাদের মধ্যে প্রবেশ করলাম, তারা বললঃ দাওলাহর লোকজন এখানে আমাদের কিছু সদস্যকে গ্রেফতার করার জন্য প্রবেশ করেছে। **আমরা দাওলার লোকদের ফিরিয়ে দিলাম এই বলে যে, কোন শরিয়াহ কোর্ট ছাড়া এটি হতে দেওয়া যাবেনা, সুতরাং তারা সেদিন সেই অবস্থায় ফিরে গেল। আর একদিন শোনা গেল সেই সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে এবং হত্যাকারি খাত্তাব আল লিবি।** আমি আতারিবের লোকদের শান্ত করলাম এই বলে যে, অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না আমি দাওলাহর সাথে মধ্যস্ততা করার ব্যবস্থা করি। তারা (আতারিবের লোকেরা) আমাকে বলল, " কিভাবে আপনি দাওলাহর সাথে মধ্যস্থতা করবেন যখন তারা আপনার প্রত্যেকটি উদ্দোগকে প্রত্যাখ্যান করছে, এমনকি তারা একটি নিরপেক্ষ কোর্টের প্রস্তাবকেও প্রত্যাখ্যান করেছে। " অতঃপর আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ফিরে আসলাম, এর বেশি কিছু আমি আপনাদের আর বলতে পারবনা, এটি আমি আমার রবকেই বলব কেবল তার কাছেই আমি সাহায্য চাই।

এরপর আতারিবে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল; দাওলাহ পিছু হটল। আতারিবের নিকটে একটি ক্যাম্প ছিল যা রেজিমেন্ট ৪৬ নামে নামকরণ করা হয়েছিল। যেই রেজিমেন্টের অনেকেই এর আগে শহিদ (ইনশাল্লাহ) হবার মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

রেজিমেন্টটিতে জাহবাতুন নুসরাহ এবং সিরিয়ার বিভিন্ন গ্রুপের ভাইয়েরা ছিলেন। **দাওলাহ সেই রেজিমেন্টে হামলা করে, এতে জাহবাতের দশ জন ভাই সহ অন্যান্য জামাহর আরো অনেকে শহীদ (ইনশাল্লাহ) হন। দাওলাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্র বিস্তৃত হতে থাকে, এবং এটি ছড়িয়ে পরে জাওজাহ পার্বত্য এলাকা, রাক্কাহ এবং হামাতে। যেহেতু রেজিমেন্ট ৪৬ এ বিভিন্ন জামাহ থেকে লোক মারা যায়, এবং সেখানে দাওলাহর এই ব্যবহারের কারণে যেই সকল গ্রুপ রেজিমেন্ট ৪৬ এ ছিল তারাও দাওলাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হল এবং যুদ্ধের ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত হতে থাকল।**

দাওলাহ আতারিবে নতুন সৈনদল পাঠাতে চাইল, কিন্তু তাদেরকে আতারিবে পৌঁছার জন্য ‘ নূর উদ্দিন জিঙ্কি’ এর ভাইদের অতিক্রম করে আসার দরকার ছিল। কিন্তু ‘ নূর উদ্দিন জিঙ্কি’ এর ভাইয়েরা দাওলাহকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করল যে, “ আমরা তোমাদের এর উপর দিয়ে যেতে দিতে পারিনা, যেমনটি আমরা যেতে দিতে পারিনা ফ্রি সিরিয়ান আর্মিকে কেননা আমরা মুসলিমদের পারস্পারিক রক্ত পাতের বিরুদ্ধে। **দাওলাহ জোর পূর্বক তাদের সৈন্যদল পার করতে চাইল, কিন্তু জিঙ্কি তা আবার বাধা হয়ে দাঁড়াল। অতপর পশ্চিম আলেপ্পোতে জিঙ্কির সাথে দাওলাহর সংঘর্ষ শুরু হল, যদিও জিঙ্কির সাথে দাওলাহর ইতোপূর্বে ভালো সম্পর্ক ছিল, এবং বাশার রিজিমের বিরুদ্ধে ‘জিঙ্কির’ ভাইদের খুবই সাহসী ভুমিকা পালন করে আসছিল।** আর এভাবেই যখন বিভিন্ন জামাহ দাওলাহর দ্বারা নির্যাতিত হয়ে আসছিল, তারা তখন এই দূর্ব্যাবহারের জবাব দূর্ব্যাবহারের মাধ্যমেই দেয়া শুরু করল। আর এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ চিটার এবং চোরেরা গ্রহন করল, আর ক্ষমতাসীন রিজিম এদেরকে পৃষ্টপোষকতা দিতে থাকল। (চলবে)

শামের মুসলিমদের রক্তপাতের জন্যে দায়ী কে? -- শামের ময়দান থেকে ঘটনার চাক্ষুস বর্ণনা দিচ্ছেন শাইখ আবদুল্লাহ আল মুহায়সিনি (পর্ব-৩)

...আর এভাবেই যখন বিভিন্ন জামাআত দাওলাহর দ্বারা নির্যাতিত হয়ে আসছিল, তারা তখন এই দূর্ব্যাবহারের জবাব দূর্ব্যাবহারের মাধ্যমেই দেয়া শুরু করল। আর এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ চিটার এবং চোরেরা গ্রহন করল, আর ক্ষমতাসীন রিজিম এদেরকে পৃষ্টপোষকতা দিতে থাকল।

কিছু লোক যারা বলছেন যে, যা ঘটছে এটা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, কিন্তু এটা সত্য নয়। যদি এই অভিযোগ সত্য হত তাহলে, ঘটনাগুলোর মধ্যে এমন পার্থক্য কেন? **কেন জাবহাত আন নুসরার সাথে অন্যান্য জমাহর যুদ্ধ শুরু হলনা, যারা কিনা আল কায়েদা সমর্থিত, আর আল কায়েদা সারা দুনিয়ার শত্রুতা অর্জন করেছে, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শাইখুল জিহাদ শেখ ওসামা (আল্লাহ তাকে শহীদ হিসাবে কবুল করুন) এর হাত ধরে যার কান্ডারি এখন হাকিমুল উম্মাহ শাইখ জাওয়াহিরি হাঃ যিনি তার পূর্বসূরিদের সঠিকভাবেই অনুসরণ করে চলেছেন। কেবল মানুষের শত্রুতা অর্জনই এটা প্রমাণ করেনা যে, কারো আদর্শ সঠিক।** যদি তাই হয় তাহলে মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিম সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি দল, কেননা দেশের সমস্ত দল গুলো তাদের শত্রু হয়ে গিয়েছিল। গাদ্দাফি নিজেও নির্যাতনকারী নয় বরং নির্যাতিতদের মধ্যে একজন ছিল, কিন্তু সারা দুনিয়ার বাহিনীর সহযোগিতায় লিবিয়ার মানুষেরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। **সুতরাং নিজের অনেক শত্রু এই বলে নিজের মানহাজ সঠিক দাবি করা মানুষের সাথে প্রতারণারই নামান্তর মাত্র। বরং এটা মানুষের উপর যুলুমেরও একটি প্রমাণ হতে পারে। আর এটাই আমি দেখেছি, যার ব্যাপারে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, এবং এ ব্যাপারে আমি আল্লাহ তাআলার নিকট জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত।**

আমি সেই দিনটির কথা কোন দিন ভুলবনা যেদিন আল আতারিবের মসজিদে বক্তব্য রেখেছিলাম। মানুষেরা একত্রিত হচ্ছিল আর তাদের উপর বিভিন্ন যুলুম নির্যাতনের বর্ননা দিচ্ছিল, যা মানুষের কল্পনাতীত ছিল, কিন্তু ঐ সকল লোকদের জন্য আমার কিছুই করার ছিলনা। আর যা আজকে ঘটছে তার পিছনে দাওলার অসংখ্য যুলুমের ফল হিসাবেই ঘটছে। আমরা দেখেছি অসংখ্য মানুষকে কারাগারে

নিক্ষেপ করা হয়েছে কোন রকম দোষ কিংবা অপরাধ ছাড়াই। আমরা আরো দেখেছি শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তি হয়ে অসংখ্য লোকদের হত্যা করা হয়েছে, আর বন্দিদের হত্যাতো আছেই। **সম্প্রতি আমি দাওলাহর সাথে বন্দিমুক্তি ও বিনিময়ের ব্যাপারে মধ্যস্ত্যতায় গিয়েছিলাম, কিন্তু আমি হতবাক হয়ে গিয়ছি যখন দাওলাহর বিচারক আমাকে বলল, বন্দিদেরকে হত্যা করা হয়েছে।** আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলামঃ আপনি কি তাদেরকে মুরতাদ মনে করেন? সে উত্তর করেঃ না, তবে এটাই আমাদের পক্ষ থেকে করা সবচেয়ে ভাল ইজতিহাদ। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ অন্যান্য বন্দিদের কি অবস্থা হবে যাদেরকে এই সকল বন্দিদের সাথে বিনিময় করা হবে? সে উত্তর করলঃ এটা ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। ওয়াজিল শহরে খুব নিকটে যখন মর্টার ব্যাবহার করে বোমা বর্ষন করা হচ্ছিল, আর দূর্ভাগ্যবশত আমি তার খুব নিকটেই এক হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি দেখার জন্য উপস্থিত ছিলাম। **আমি দাওলার নেতাদের বললামঃ কিভাবে তোমারা যত্রতত্র বিষ্ফোরক ব্যাবহার করে মানুষদেরকে হত্যা করছ অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেছেনঃ " যে সেচ্ছায় একজন মুসলিমকে হত্যা করবে তার জন্য পুরস্কার হল জাহান্নাম যেখানে সে চিরদিন থাকবে এবং তার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে ভয়ানক ক্রোধ আর অভিশাপ এবং তার জন্য ভয়ানক শাস্তি অপেক্ষা করছে। " সে আমাকে উত্তর করে এই বলে যেঃ এক একটি বিষ্ফোরক বিশজনকে হত্যা করছে অন্য শতজনকে রক্ষা করার জন্য। সে আমাকে উত্তর দিয়েছিল "একটা বিস্ফোরক দ্রব্য ২০ জনকে হত্যা করে ১০০ জনকে বাচাবার জন্য" আল্লাহ একাই আমাদের জন্য যথেষ্ট , সেই ব্যাক্তিতো আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় পদচ্যুত/হেয় ব্যক্তি।** আমরা ফ্রি আর্মি বা এধরনের অন্যান্য অনেক গ্রুপের দ্বারা সংঘটিত অপরাধগুলো অস্বীকার করিনা, কিন্ত আমদের উদ্দেগের বিষয় ছিল যে, একটি ইসলামি রাষ্ট্র যা কিনা প্রতি ক্ষেত্রে শরিয়াহ আইন যাদের প্রধানতম লক্ষ্য এবং যার প্রতিটি ক্ষেত্রে শরিয়াহ আইন অনুসরণ করা উচিত।

যুদ্ধের তিব্রতা বাড়তে থাকল, আর লোকেরা দ্বিধান্বিত হয়ে অন্যান্যদেরকে খাওয়ারিজ এবং 'সাহাওয়াত' বলে ডাকা শুরু করল। আমি আবারো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

হলাম এই ভেবে যে, ইসলামি শরীয়া ছাড়া এর অন্য কোন সমাধান নাই, কেননা এটা এমন একটা শাসন ব্যবস্থা যা অন্যকে অত্যাচারী ও শাহাওয়াতদের (ধর্মত্যাগীদের) থেকে পৃথক করে দিবে। ধর্মত্যাগীদের পথ বন্ধ করার জন্য আমাকে শরিয়া প্রতিষ্ঠায় অবশ্যই উদ্যোগী হইতে হবে। যদি ধর্মত্যাগীরা ইসলামের বিরোধী হয় তাহলে তাদের উচিত হবে না এটাকে শরিয়া বলা যেহেতু এই শরিয়া প্রত্যেকের জন্য জন্য এবং এই উদ্দ্যোগ প্রত্যেক ইসলামি রাষ্ট্র প্রজেক্টকে তাদের থেকে রক্ষা করবে। **আমরা আবারো একটি উদ্যোগ নিলাম যার বিচারগণ তাদের বিশুদ্ধ আকিদার কারণে পরিচিত ছিলেন তারা আল্লাহ'র শরিয়ার কথা বলেন এবং এর বিরোধী সবকিছুকেই প্রত্যাখ্যান করে থাকেন।** যদি বিচারকদের ভেতরে এমন কোন সমস্যা থাকত তাহলে তা তাদের (পূর্বের) রায়ের ভিতরে প্রকাশিত হত। তাদের এমন কোন ভুল বিচার পদ্ধতি/সিদ্ধান্ত কি তাদের রায়ে প্রতিফলিত হয়েছে? এই উদ্দ্যোগ এর ব্যাপারে মতামত দেবার জন্য সমস্ত জামাহকে সময় বেধে দেয়া হল। **উম্মাহর শ্রেষ্ঠ স্কলারগণ এই উদ্দোগকে সমর্থন দিয়েছেন,যারা তাদের জীবনে বহু কুরবানী দিয়েছেন এমনকি এখনো কেউ কেউ কারাগারে রয়েছেন। এই সমর্থনকারীদের দলে আছেন শাইখুল মজাহিদ আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনি, আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসি, ডঃ ইয়াদ কুনায়বী, ডঃ ইউসুফ আল-আহমেদ, ডঃ আকরাম হিজাজী এবং ডঃ শেখ হুসাইন মাহমুদ।** অন্যান্য গ্রুপ, ভালো একটা ও অন্যান্যরা এই উদ্যোগকে গ্রহন করে নিয়েছে। আমরা আশায় বুক বাধলাম, এতে সিরিয়ার আন্তসংঘাতের সমাপ্তি ঘটাবে এবং সকল জামাহকে নুসাইরিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করবে, যেই নুসাইরি রিজিম মুসলিমদের উপর অনেক যুলুম নির্যাতন করেছে আর এই মুসতাদাফিনদের আমরা রক্ষা করতে চাই। **কিন্তু হায় সকল জামাহ ইসলামিক শরিয়াহর এই রায় মেনে নিল একমাত্র দাওলাহর ভায়েরা ছাড়া।**

অতপর দাওলাহ এ শরিয়াহ কোর্টকে প্রত্যাখ্যান করে একটি স্টেটমেন্ট প্রকাশ করল, এবং বিভিন্ন গ্রুপের প্রতি তারা কিছু শর্ত জুড়ে দিল। আমি তাদের এহেন শর্তের জবাবে বললাম, এই শর্তাবলী কোরআন কিংবা সুন্নাহর কোথাও জুড়ানো হয়নি। এই শর্তগুলো কেবল সেই সময়ের জন্য প্রযোজ্য হত যদি এই ইস্যুতে তারা

শরিয়াহ আইন না মানার জন্য ঘোষণা দিত। সুতরাং সেই শর্তগুলো আর বৈধ ছিলনা। আর এ ব্যাপারে আলেমদের ঐক্যমত রয়েছে যে, যে কেউ বিচারের রায় মেনে নেবে যদিও কোন মুমিন ব্যাক্তি কাফেরদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয় (শরিয়াহ আইন দ্বারা কৃত বিচার ফায়সালা)। আল্লাহ তাআলা বলেন, " আর বিচার ফায়সালা করে দাও তাদের মধ্যে যেমনটি আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন।" আর আল্লাহ এটাও বলেন যে, আর যদি তোমাদের মধ্যে কোন মত পার্থক্য দেখা দেয় তবে তোমরা তা আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকট ফিরিয়ে নাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখ, আর সেটাই তোমাদের স্বীয় চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য অধিক কল্যাণকর ও উপযুগী"। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,"হুকুম কেবল আল্লাহ তাআলার জন্য, অন্য কারো নয়। তিনি কেবল তারই ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন অন্য কারো নয়।"

ধরুন মুসলমানদের সমস্ত পৃথিবীর উপর নিয়ন্ত্রণ আছে, এখন এটি কি একটি শর্ত যে চোর, অবাধ্য লোকসকল, ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের বিচারের আগে ঈমানের প্রতি তাদের অবস্থান ব্যক্ত করতে হবে? এই শর্ত তখনই প্রযোজ্য, যখন শরিয়ার যথার্থ বাস্তবায়নের জন্য বিচারক নির্বাচন করা জরুরি হয়। আমরা সমর্থন ঘোষণা করছি এই দৃষ্টিভঙ্গির উপর এবং জোর দিচ্ছি যে বিভিন্ন গ্রুপগুলো তাদের অবস্থান পরিষ্কার করে তুলে ধরবে সেকুলার এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রকল্পের ব্যপারে এবং সাথে সাথে বিভিন্ন দেশ যারা শরিয়া দ্বারা পরিচালিত নয় এবং যারা পশ্চিমাদের পথ অনুসরণ করে। আমরা কেবল তাদের ব্যাপারেই আপত্তি তুলেছি যারা চলমান এই বিতর্ককে শরীয়াহ কোর্টের মধ্যমে সমাধান প্রত্যাখ্যান করেছিল অথচ এই বিষয়ের উপর দুটি শর্ত দিয়ে তারা (দাওলাহ) শরীয়াহ কোর্ট প্রত্যাখ্যান করেছিল। দাওলার দেয়া স্টেটমেন্টে তারা দাবি করে চলমান এই সংঘাত নাকি ফিতনা ছিলনা। আমি দাওলাহর আর এক ভাইকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম, " তাদের প্রতিপক্ষ জিঙ্কি বা এধরনের অন্য গ্রুপ গুলো, তারা কি মুরতাদ?" সে জানাল, এধরনের কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নাই, থাকলে অবশ্যই আমরা তা ঘোষণা করতাম।(অথচ ইতোমধ্যে দাওলাহ 'জিঙ্কি'র সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে।) আমি হতবাক হয়ে গেলাম যখন শুনলাম শাইখ আদনানী তাদেরকে 'শাহওয়াত' এর সাথে তুলনা করছেন।

এটা কি আমাদের দাওলাহর ভাইদের দায়িত্ব ছিলনা, পরিস্থিতির যে অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে, যা আমাদের ভাইদের এবং দাওলাহর সৈনিকদের সংঘাতের ফলে সৃষ্ট হয়েছে, তাই প্রত্যেকটি গ্রুপের ব্যাপারে তাদের অবস্থান পরিস্কার করার? আমি অন্যান্য গ্রুপদের ব্যাপারে দাওলাহর ভাইদের মধ্যে বড় ধরনের মতপার্থক্য দেখেছি, যারা ঐ সকল গ্রুপকে মুরতাদ ঘোষণার ব্যাপারে একমত ছিলনা। এটা পরিস্কার ছিল যে, যুদ্ধরত বিভিন্ন গ্রুপের আকিদা ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য ছিল। তাদের কেউ কেউ National Coalition এ যোগ দেয়া এবং এর অধীনে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়, আর কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের আপত্তির কথা ঘোঘণা দেয়। যুদ্ধের ক্ষেত্র বাড়তে থাকে, খবর ছড়িয়ে পরে এবং মিথ্যা প্রচারিত হয় যে, মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ভাল জানেন, আমি সেখানে নিশ্চিত হবার জন্য একাধিক বার গিয়েছি, এবং প্রতিবারই আমি একে মিথ্যা হিসাবে পেয়েছি। এখানে কিছু ঘটনা ঘটতে পারে, কিন্তু, এতে যে কৌশল ছিল, যে মানুষকে তারা এটা বলেছিল, তরুণদেরকে অন্যান্য মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে সামনে এগিয়ে দেবার জন্য। যখন কেউ কেউ মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ না করে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল তখন তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, মুসলিম নারিদের ধর্ষণ করা হয়েছে। যদি আমরা সত্যই মুসলিম নারিদেরকে হেফাজত করতে চাই, চলমান এই নৈরাজ্য বন্ধ করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই বিষয়টিকে শরিয়াহর উপর ছেড়ে দেয়া উচিত নয় কি? জিহাদকে তার সঠিক রাস্তার উপর পরিচালনা করা প্রয়োজন। আর তাহলে মুসলিমদের রক্তপাত এবং ধর্ষণ বন্ধ হবে।

যখন আমরা লোকদের ফিতনা এড়ানোর কথা বলেছি, আর বিষ্ফোরক যন্ত্র তাদের উপর এসে পড়েছে। আমি এমন অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শি ছিলাম, তার মধ্যে একটি ঘটনা ছিল ‘দারকুশে’, একটি বিষ্ফোরণ যা কিনা সংঘটিত হয়েছিল সাধারণ মানুষের উপর। সেখানে আমি দাওলাহর মেয়রকে জিজ্ঞাসা করেছিলামঃ এখানে আপনাদের লক্ষ্য কে ছিল? সে উত্তর করে, “এটা আমাদের ত্রিশ প্রতিপক্ষকে হত্যা করেছে”। ঝুকি থাকা সত্ত্বেও আমি বিষ্ফোরণ স্থানের নিকটে যাই, সেখানে হতাহতের মধ্যে বিষ্ফোরক বহনকারি (ফিদায়ি), কিছু সাধারণ মানুষের সাথে চার

জন শিশুকেও খুঁজে পাই। ‘কাফিরনাহা’তে আরও একটি বিষ্ফোরণ ঘটে যা বিষ্ফোরক ধারক এবং এবং একজন শিশুর মৃত্যু ঘটায়। আমি এই সবগুলোর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম, আল্লাহ জানেনঃ আমি এই ঘটনাগুলোর প্রত্যক্ষদর্শি ছিলাম, এবং আমি এ ব্যাপারে মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হব। এক আল্লাহ তাআলার জন্য, আমাকে বলুন! ঠিক এই জন্যই কি আমরা আমাদের ঘর বাড়ি ছেড়ে এসেছি? আর এভাবেই কি আমরা মুস্তাদাফিনেদের (অত্যাচারিত, নির্যাতিত) পাশে দাঁড়ালাম? যে ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেনঃ “তোমাদের কী হলো, তোমরা আল্লাহর পথে অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য কিতাল করছ না, যারা দুর্বলতার কারণে নির্যাতীত হচ্ছে? তারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা জালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের কোন বন্ধু , অভিভাবক ও সাহায্যকারী তৈরী করে দাও৷” হে আমার রব! আমাদের যুবকদের জীবন কি এতই সস্তা হয়ে গেল যে, তাদেরকে বিষ্ফোরক তুলে দিয়ে শিশু এবং মুসলিদের হত্যা করার জন্য পাঠানো হয়? আল্লাহ তাদের প্রত্যেককে রক্ষা করুন। আর এর পরেও সেই বিষ্ফোরকগুলো সেই সব এলাকায় বিষ্ফোরণ কিভাবে ঘটানো যেতে পারে, যা কিনা তাদের ভাই আহরার, তাওহিদ বা এধরনের অন্যান্য গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে? কোন রকম বৈধ কারণ ছাড়াই তাদের হত্যা করা, যেমনঃ মুরতাদ বা homicide? আর যদি কোন কারণ থেকেও থাকে তাহলে দুটি বিবাদমান গ্রুপের মধ্যে চলমান সংঘর্ষে এভাবেই কি কিসাস করতে হয়? আমরা কি জানিনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন, “আর যে কেউ হত্যা করে (ইচ্ছাকৃতভাবে শত্রুতাবশত অথবা জুলুম করে).....
.....। ওহ আল্লাহ এই লোকগুলো কি করবে? যে কাজটি করেছে, যে পাঠিয়েছে, আর যে এটি সমর্থন করেছে? কিয়ামতের দিন এই লোকগুলো কি জবাব দিবে? তারা ঐ শিশু, সেই বৃদ্ধ মহান শেখ এবং অন্যান্য আম মানুষের নিকট কি বলবে, যাদেরকে তারা বিষ্ফোরক ব্যাবহার করে হত্যা করেছে? ওহ আল্লাহ! আমি এই ধরনের কাজ এবং বিষ্ফোরক যন্ত্রর ব্যাবহার করা থেকে দায় মুক্ত। ওহ আল্লাহ! আমি এই ধরনের কাজ এবং বিষ্ফোরক যন্ত্র ব্যাবহার করা থেকে

দায় মুক্ত। (চলবে, আগামি পর্বে সমাপ্ত ইনশাল্লাহ)

১ম পর্বের লিঙ্ক - http://203.211.136.155/showthread.php?t=26697

২য় পর্বের লিঙ্ক - http://203.211.136.155/showthread.php?t=26698

মূল ভিডিওর লিঙ্ক... http://bit.ly/1nJoni9